দৈনিক ইনকিলাব

297

তারিখ .. DEC. 1 8 1999 ..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

বিবিসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঢাঃ বিঃ ভিসি

প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের প্রস্তাব সিনেটররাই উত্থাপন সমর্থন ও গ্রহণ করেছেন

বিবিসি ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ (শনিবার) ২৯ বছর পর সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সমাবর্তনে নিয়মিত স্নাতক বা ডিগ্রীধারীদের পাশাপাশি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডিগ্রী দেয়া হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট অব ল' উপাধি দেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বিরোধী দলগুলোর সমর্থক ছাত্র সংগঠনগুলোও এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচী দিয়েছে।

বিএনপি সমর্থক ছাত্র সংগঠন রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস হরতালের ডাক দিয়েছে এবং বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো কালো পতাকা প্রদর্শন আর বিক্ষোভের কথা ঘোষণা করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কয়েক হাজার পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। সমাবর্তন নিয়ে সৃষ্ট এই পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক ছিল না। এটিকে একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কারণে এমনটি হয়েছে।

তিনি বলেন, কয়েকজন শিক্ষক, আমাদের সম্মানিত সহকর্মী কিছু পত্র-পত্রিকায় বক্তব্য দিয়েছেন, যেটি আদৌ কাম্য ছিল না। তারা সরাসরি প্রশ্ন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেন ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হল? দুঃখের কথাটি হল এই যে, সকল শিক্ষকের উপস্থিতিতে ১৯৯৮ সালে বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে এবং ১৯৯৯-এর জুনে বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নারীর ক্ষমতায়নে, দারিদ্র্য দূরীকরণে, শান্তির সংস্কৃতি সৃষ্টিতে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করা হোক।

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

৮-এর পৃষ্ঠার পর

এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দোষে দুষ্ট বলে এর বিরোধীরা যে অভিযোগ করেছেন সে প্রসঙ্গে ভিসি আজাদ চৌধুরী বলেন, কথাটি মোটেও ঠিক নয়। কারণ, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত বা প্রস্তাব পাস করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন ব্যক্তি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। সিনেটে সিনেটররাই এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। সিনেটররাই এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন ও প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষকদের অতিমাত্রায় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা ও রাজনৈতিক দলাদলির ফলশ্রুতি হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ভিসি বলেন, আমি সরাসরি আমার সহকর্মীদের এভাবে দোষারোপ করতে চাই না। তবে কথাটা কিছুটা সত্য তো বটেই। রাজনীতির উত্তাপ সৃষ্টি হলে দেশে তার স্পিল ওভার, ফল আউট হওয়া স্বাভাবিক।

তবে আমার বিশ্বাস, আমার সহকর্মীরা এই ফল আউট বা স্পিল ওভারকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসবেন না। আমি একটু আশ্চর্যই হয়েছি পরিস্থিতি এ পর্যায়ে আসার জন্য।

২৯ বছর পর সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সার্টিফিকেট গ্রহণকারী তালিকাভুক্ত গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা এত কম কেন– এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নে জবাবে আজাদ চৌধুরী বলেন, এ সংখ্যা খুবই কম নয়। আমরা প্রায় ১৭শ', থেকে ১৮শ' গ্র্যাজুয়েটসকে দিয়েছি। তাতে ধরতে পারেন ৪ হাজার ৫ হাজার হয়। যেহেতু সমাবর্তন হবে এ রকম সম্ভাবনাও ছিল না, তারা অনেকেই ইতিমধ্যে সার্টিফিকেট নিয়ে গেছেন।

এই সমাবর্তন করার ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ভবিষ্যতেও এমনটি হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রশ্নটি খুব যথার্থ। আমি এখন উপলব্ধি করতে পারছি ২৯ বছর ধরে কেন এই সমাবর্তন হয়নি। এই নেতিবাচক মনোভাব এ প্যাসিমিজমের জন্যই, এই মনস্কতার জন্যই, যে মনস্কতার উদার মানসিকতা নেই, যে মনস্কতায় সত্যকে স্বীকার করাতে একটু অসুবিধা হয় সেই মনস্কতার কারণে। অতিমাত্রায় সম্পৃক্ততা বা দলীয় রাজনীতির সম্পৃক্ততার জন্য আমরা এই বিভেদ চালিয়ে আসি, আত্মহননে লিপ্ত হই।